নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ আশ্বিন ১৪২৮
১৬ অক্টোবর ২০২১

বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি আলোকচিত্রী মার্ক রিবুর মুক্তিযুদ্ধকালীন তোলা বাছাইকৃত ৫০টি আলোকচিত্র নিয়ে 'Bangladesh 1971: Mourning and Morning' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রদর্শনীর আয়োজক সংস্থা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং অলিয়ঁস ফ্রাসেজ ঢাকা, অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্রেন্ডস অব মার্ক রিবু, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানাই।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ফটোগ্রাফার মার্ক রিবু ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ও মুক্তাঞ্চল ঘুরে দেখেন। পরে তিনি শেরপুর-জামালপুর হয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর সঙ্গে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রবেশ করে বিজয়ের প্রথম দিনগুলোর চিত্রধারণ করেন। মার্ক রিবু পৃথিবীর দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষের লড়াই-সংগ্রামের ছবি তুলেছিলেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসংবিনাশিত নেতৃত্বে পরিচালিত বাঙালির মুক্তি-সংগ্রাম তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, সেটা অনুধাবন করা যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বময় যে আলোড়ন তিনি জাগিয়েছিলেন সেই পরিচয় মেলে মার্ক রিবুর তোলা আলোকচিত্রে।

১৯৬৬ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দিবসে কারাকুঠুরিতে ফরাসি বিপ্লব স্মরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের লেখা:
'এই দিনটি শুধু ফ্রান্সের জনসাধারণ শ্রদ্ধার সাথে উদযাপন করে না, দুনিয়ার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনসাধারণও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাই কারাগারের এই নির্জন কুঠিতে বসে আমি সালাম জানাই সেই আত্মত্যাগী বিপ্লবীদের, যারা প্যারিস শহরে গণতন্ত্রের পতাকা উড়িয়েছিলেন।'

মার্ক রিবুর একাত্তরের আলোকচিত্রমালার প্রদর্শনী- সেই বিপ্লবী আদর্শেরই প্রতীক, যা আয়োজিত হচ্ছে মুক্তির পীঠস্থান বাংলাদেশে। ৫০ বছর পর মার্ক রিবুর তোলা একাত্তরের পঞ্চাশটি আলোকচিত্র নিয়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনী আরও অনেক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। ফরাসী শিল্পীসমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনসমাজ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে যে অবস্থান নিয়েছিলেন তার প্রতিচ্ছবি আমরা খুঁজে পাই বলো এই আলোকচিত্রীর ভূমিকা এবং শৈল্পিক আলোকচিত্রমালায়। এই প্রদর্শনী মুক্তির চেতনায় উদ্বেলিত বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি নন্দিত আলোকচিত্রশিল্পী মার্ক রিবুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং এই প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ফরাসি রাষ্ট্রপ্রধান ইমানুয়েল ম্যাক্রোর শুভেচ্ছা বাণী

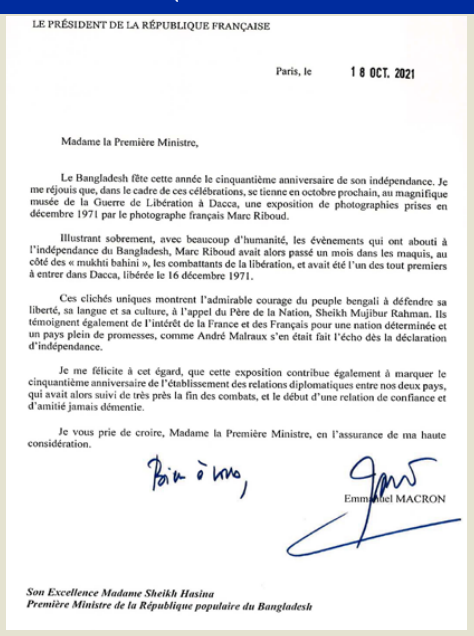

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 18 OCT. 2021

Madame la Première Ministre,

Le Bangladesh fête cette année le cinquantième anniversaire de son indépendance. Je me réjouis que, dans le cadre de ces célébrations, se tienne en octobre prochain, au magnifique musée de la Guerre de Libération à Dacca, une exposition de photographies prises en décembre 1971 par le photographe français Marc Riboud.

Illustrant sobrement, avec beaucoup d'humanité, les évènements qui ont abouti à l'indépendance du Bangladesh, Marc Riboud avait alors passé un mois dans les maquis, au côté des « mukhti bahini », les combattants de la libération, et avait été l'un des tout premiers à entrer dans Dacca, libérée le 16 décembre 1971.

Ces clichés uniques montrent l'admirable courage du peuple bengali à défendre sa liberté, sa langue et sa culture, à l'appel du Père de la Nation, Sheikh Mujibur Rahman. Ils témoignent également de l'intérêt de la France et des Français pour une nation déterminée et un pays plein de promesses, comme André Malraux s'en était fait l'écho dès la déclaration d'indépendance.

Je me félicite à cet égard, que cette exposition contribue également à marquer le cinquantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, qui avait alors suivi de très près la fin des combats, et le début d'une relation de confiance et d'amitié jamais démentie.

Je vous prie de croire, Madame la Première Ministre, en l'assurance de ma haute considération.

Bien à vous,

Emmanuel MACRON

Son Excellence Madame Sheikh Hasina
Première Ministre de la République populaire du Bangladesh

বাংলাদেশ ১৯৭১ : শোক এবং সকাল

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মার্ক রিবুর একাত্তরের আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে চলছে ফ্রান্সের বিশ্বখ্যাত ম্যাগনাম আলোকচিত্রশিল্পী মার্ক রিবুর 'বাংলাদেশ ১৯৭১ : শোক এবং সকাল' (Bangladesh 1971: Mourning and Morning) শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটি যৌথভাবে আয়োজন করেছে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্যা ঢাকা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, মোসে ন্যাশনাল দেস আর্টস এশিয়াটিকস গোমেত এবং লা'সেসিও লেসামি দ্য মার্ক রিবু। প্রদর্শনীটির কিউরেটিং করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ও ফ্রেন্ডস অব মার্ক রিবু এসোসিয়েশনের লরেন ডুরে। প্রদর্শনী চলবে আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতি সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। গত ১৬ই অক্টোবর শনিবার বিকেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশস্থ ফরাসি রাষ্ট্রদূত জ্যঁ মারা সু, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্যা ঢাকার পরিচালক ফ্রাঁসোয়া গ্রোজজিন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের, ট্রাস্টি ডা: সারোয়ার আলী, ট্রাস্টি মফিদুল হকসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

মার্ক রিবুর অপ্রকাশিত আলোচিত্র প্রদর্শনীকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল মাক্রো পৃথক বাণী পাঠিয়েছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আলোকচিত্রশিল্পী মার্ক রিবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কলকাতায় আসেন এবং শরণার্থী শিবির ও মুক্তাঞ্চল ঘুরে দেখেন। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বরে যখন ভারত-পাকিস্তান সর্বতোভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে অগ্রসরমাণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তাঁর অভিযাত্রা শুরু হয় জামালপুর-শেরপুর থেকে। তারপর প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেন জামালপুরের বিজয়সূচক যুদ্ধ। সেগুলো তিনি বিস্তৃতভাবে ক্যামেরাবন্দি করেন। মার্ক রিবু ছিলেন সেই সাংবাদিকদের অন্যতম, যাঁরা ঢাকায় প্রথম প্রবেশ করে এই নগরীর মুক্তির চিত্র ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। এসব ছবির বেশির ভাগই আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।

মার্ক রিবু প্রথম প্রজন্মের ম্যাগনাম আলোকচিত্রীদের অন্যতম। ফরাসি বিদগ্ধ এই আলোকচিত্রশিল্পীর জন্ম লিঁওর কাছাকাছি সাঁ-জেনি-লাভালে ১৯২৩ সালে। ২০১৬ সালে প্যারিসে ৯৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

১৯৪৪ সালে তিনি হানাদার নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে ভেখকোর প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি লিঁওর ইকোল সস্থালে প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তারপর তাঁর কর্মজীবন শুরু। তবে তিন বছর পরই তিনি পেশা পরিবর্তন করে একজন আলোকচিত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬০ সালে আলজেরিয়া ও সাবসাহারা আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ছবি তোলেন। ১৯৬৮ ও ১৯৭৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনিই ছিলেন সেই স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তির অন্যতম যারা যুগপৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে ছবি তোলার অনুমতি পেয়েছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে পেন্টাগনের সামনে আন্দোলন চলাকালীন তাঁর তোলা ফুল হাতে একজন তরুণীর ছবি শান্তির আন্তর্জাতিক প্রতীকে পরিণত হয়। তাঁর একটি দার্শনিক উক্তি তুলে ধরা হলো:

"উপেক্ষা অথবা বস্তুনিষ্ঠতা (যা শেষ পর্যন্ত এক উপর-ভাসা ধারণা), তার চাইতে সহানুভূতি কোনো দেশ বা ব্যক্তিকে বুঝতে বেশি সাহায্য করে।"

'বাংলাদেশ ১৯৭১ : শোক এবং সকাল' প্রদর্শনী সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে আর্কাইভ ও ডিসপ্লে দলকে কয়েকটি ধাপ পার হতে হয়েছে। মার্ক রিবুর পছন্দ অনুযায়ী আলোকচিত্রের ফ্রেম তৈরির প্রক্রিয়া ছিল বেশ লম্বা। *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সতত তোমাদের স্মরি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত ট্রাস্টি-ত্রয়ী স্মরণ

১০ নভেম্বর ২০২১

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে'– শিল্পী লাইসা আহমেদ লিসা তার সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দিলেন মৃত্যুর অনিবার্যতা সত্য, মৃত্যু শোক বয়ে নিয়ে আসে, বেদনা বয়ে নিয়ে আসে- তাও সত্য। বিপরীতে কোন কোন মৃত্যু শোককে ছাপিয়ে সামনে নিয়ে আসে অনন্ত অসীম জীবনের গল্পকে। মৃত্যু তখন স্মরণে সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে ওঠে যাপিত জীবন কর্মের উদযাপন। যে উদযাপন হয় শূন্যতার মাঝ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকা মানুষদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। বিগত দুই বছরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তৈরি হয়েছে তেমনি এক বিশাল শূণ্যতার। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রয়াত হন তিনজন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি। রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী এবং আলী যাকের। তিন কর্মসাধক বিশ্বাস করতেন এগিয়ে যাওয়াই জীবন, থেমে থাকা নয়। তাঁদের এই বিশ্বাস সঙ্গী করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে ১০ নভেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্মরণ করলো প্রয়াত ট্রাস্টি-ত্রয়ীকে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনের মঞ্চ সজ্জিত হলো ভিন্ন আঙ্গিকে। শিল্পী অশোক কর্মকার-এর ভাবনায় ট্রাস্টি-ত্রয়ীর ছবি উপস্থাপনায় আসে বৈচিত্র, রীতিমাফিক টেবিল-চেয়ারবিহীন মঞ্চে সাদা ফুলের উপস্থিতি এবং *'সতত তোমাদের স্মরি'* ব্যানার এনে দেয় ভিন্ন মাত্রা। আনুষ্ঠানিক কোনো শোকাবহ স্মরণানুষ্ঠান নয়, ট্রাস্টি-ত্রয়ীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শুরু হয় তাঁদের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিবেদিত তাঁদের কর্মময় জীবন নিয়ে নির্মিত একটি ছোট্ট ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একান্ত স্বজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার স্মৃতিচারণ করেন তাঁর প্রয়াত তিন বন্ধুর। রবিউল হুসাইনের বহুমুখী কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, 'তিনি কখনো নিজের জন্য কিছু প্রত্যাশা করেননি, যা কিছু করেছেন দেশের কথা ভেবে, মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে।' মৃদুভাষী, মজলিশি, রসিকতা-প্রিয় রবিউল হুসাইনের সঙ্গ সকলে উপভোগ করতেন।

এবছর শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় যখন কুমিল্লা, চৌমুহনীসহ অনেক জায়গায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছে, তখন তিনি বারবার বন্ধু তারিক আলীর অভাব অনুভব করেছেন। তারিক আলী বেঁচে থাকলে এমন ঘটনায় কতটা বিচলিত, ব্যথিত হতো, কীভাবে সঙ্গীদের নিয়ে আক্রান্ত জনপদে বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতো *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

মার্ক রিবুর আলোকচিত্র প্রদর্শনী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ফরাসি রাষ্ট্রপ্রধান ইমানুয়েল ম্যাক্রোর শুভেচ্ছা বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩১ আশ্বিন ১৪২৮, ১৬ অক্টোবর ২০২১

বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফরাসি আলোকচিত্রী মার্ক রিবুর মুক্তিযুদ্ধকালীন তোলা বাছাইকৃত ৫০টি আলোকচিত্র নিয়ে Bangladesh 1971:Mourning and Morning শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রদর্শনীর আযোজক সংস্থার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবংআলিয়াঁস-ফ্রান্সেজ ঢাকা, অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্রেন্ডব অব মার্ক রিবু, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানাই।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ফটোগ্রাফার মার্ক রিবু ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ও মুক্তাঞ্চল ঘুরে দেখেন। পরে তিনি শেরপুর-জামালপুর হয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর সঙ্গে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রবেশ করে বিজয়ের প্রথম দিনগুলোর চিত্রধারণ করেন। মাক্ রিবু পৃথিবীর দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষের লড়াই-সংগ্রামের ছবি তুলেছিলেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত বাঙালির মুক্তি-সংগ্রাম তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, সেটা অনুধাবন করা যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বময় যে আলোড়ন তিনি জাগিয়েছিলেন সেই পরিচয় মেলে মাক্ রিবুর তোলা আলোকচিত্রে।

১৯৬৬ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দিবসে কারাকুঠুরিতে ফরাসি বিপ্লব স্মরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের লেখা– 'এই দিনটি শুধু ফ্রান্সের জনসাধারণ শ্রদ্ধার সাথে উদযাপন করে না, দুনিয়ার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনসাধারণও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাই কারাগারের এই নির্জন কুঠিতে বসে আমি সালাম জানাই সেই আত্মত্যাগী বিপ্লবীদের, যারা প্যারিস শহরে গণতন্ত্রের পতাকা উড়িয়েছিলেন' মার্ক রিবুর একাত্তরের আলোকচিত্রমালার প্রদর্শনী– সেই বিপ্লবী আদর্শেরই প্রতীক, যা আয়োজিত হচ্ছে মুক্তির পীঠস্থান বাংলাদেশে। ৫০ বছর পর মাক্ রিবুর তোলা একাত্তরের পঞ্চাশটি আলোকচিত্র নিয়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনী আরও অনেক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। ফরাসী শিল্পীসমাজ, রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ ও জনসমাজ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে যে অবস্থান নিয়েছিলেন তার প্রতিচ্ছবি আমরা খুঁজে পাই বরেণ্য এই আলোকচিত্রীর ভূমিকা এবং শৈল্পীক আলোকচিত্রমালায়। এই প্রদর্শনী মুক্তির চেতনায় উদ্বেলিত বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমি নন্দিত আলোকচিত্রশিল্পী মার্ক রিবুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং এই প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC
Paris, October 18th 2021

Madam Prime Minister,

This year Bangladesh is celebrating fifty years of independence. I am pleased that, as part of these celebrations, an exhibition of photographs taken in December 1971 by French photographer Marc Riboud will take place next October at the magnificent Liberation War Museum in Dhaka.

They soberly illustrate, with great humanity, the events that led to the independence of Bangladesh. Marc Riboud had then spent a month with the "mukhti bahini", the freedom fighters, and was one of the very first to enter Dhaka, freed on December 16th 1971.

These unique pictures show the admirable courage of Bengali people defending their freedom, their language, their culture, responding to the call of the Father of the Nation, Sheikh Mujibur Rhaman. They also witness the interest of France and French people for a determined nation and a country full of promises, as Andre Malraux expressed right after the declaration of independence.

I am pleased in that regard that this exhibition also contributes to commemorate the fiftieth anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries that followed very closely the end of the war, as well as a never disproven relationship of trust and friendship.

Please accept, Madam Prime Minister, the assurances of my highest esteem.

Emmanuel Macron

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতি, রিয়াদ-এর সংগৃহীত ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান

বিগত শতাব্দির ৯০-এর দশকের গোড়ায় সৌদি আরবের রিয়াদ প্রবাসী কয়েকজন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠা করেন 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতি', সংগ্রহ করেন বেশ কিছু অর্থ, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। সমিতির পক্ষ থেকে ১০ নভেম্বর সেই অর্থ তুলে দেয়া হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে।

৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধারা এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে দিন পার করছিলেন, তাদের সন্তানেরা ছিল অবহেলিত ও নিগৃহীত। মুক্তিযোদ্ধারা আত্মপরিচয়ে ভীত। সেসময়ে আরব রাষ্ট্রের সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়, সৃষ্টি হয় জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ। অনেক মুক্তিযোদ্ধা কাজের সন্ধানে পাড়ি জমালেন সৌদি আরবে। অদক্ষ এই মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত স্বল্প বেতনে নিম্ন পদে কাজ করছিলেন। ছিলেন উন্নত জীবনের অধিকারী পেশাজীবীরাও। এমন একটি পরিস্থিতিতে রিয়াদ প্রবাসী পেশাজীবীদের একাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের পাশে দাঁড়াতে মনস্থির করে, গঠন করে 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতি, রিয়াদ'। এই প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেন ইউকসুর দুইবারের ভিপি ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রাক্তন সহসভাপতি প্রয়াত স্থপতি রাশেদুল হাসান খান। সমিতির সদস্যরা তাদের একমাসের বেতন দিয়ে গঠন করলেন ফান্ড। যে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রজন্মে জন্য তারা এই সমিতি ও ফান্ড গঠন করলেন, রিয়াদে সামান্য বেতনে কর্মরত সেই মুক্তিযোদ্ধারাও তাদের কষ্টার্জিত অর্থ তুলে দেন এই প্রতিষ্ঠানের হাতে। এককালীন টাকা প্রদানে অক্ষম মানুষগুলো কিস্তিতে টাকা দিলেন। সম্মিলিত এই প্রয়াসে ১,৬১,১১৫/-টাকার ফান্ড গঠিত হয় , ১৯৯০ সারের ২৯ জানুয়ারি সঞ্চিত অর্থ এফডিআর করে রেখে দেয়া হয়। সংস্থাটি সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ে রেজিষ্ট্রি করার চেষ্টা করে, তবে দুঃখজনকভাবে তৎকালীন সরকারের উদ্দেশ্যমূলক অসহযোগিতার কারণে 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতি, রিয়াদ' রেজিষ্ট্রি করতে ব্যর্থ হয়। তারপর বয়ে যায় অনেকটা সময়, সমিতির অনেক সদস্য কর্মজীবন শেষ করে সৌদি আরব ছেড়ে চলে যান, অনেকে প্রয়াত হন। তাদের এফডিআর কৃত অর্থ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অক্টোবর ২০২১-এ এফডিআর থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের লক্ষে প্রতিষ্ঠানটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে যোগাযোগ করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়। ১০ নভেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের সাথে সমিতির প্রাক্তন সভাপতি স্থপতি মইনুল খান, বর্তমান সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন এবং কোষাধ্যক্ষ নাজমুল আহসান খানের এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এই অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত হবে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতি, রিয়দ' তাদের সঞ্চিত ২০,০৮,০০০/-টাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করে।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতি, রিয়াদ

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নাম

১. স্থপতি মইনুল খান, ২. স্থপতি রাশেদুল হাসান খান, ৩. এস এম সাব্বির হোসেন, ৪. প্রকৌশলী ম মোয়াজ্জে হোসেন, ৫. প্রকৌশলী শওকত আলী, ৬. গোলাম মোস্তফা গিয়াসপুরী, ৭. প্রকৌশলী মোয়াজ্জেম হোসেন, ৮. মোয়াজ্জেম হোসেন খান, ৯. প্রকৌশলী সৈয়দ সালা উদ্দিন আহমেদ, ১০. মো: সালেহ আহমেদ ছুট্টি, ১১. অধ্যাপক মো: আমিন মিয়া, ১২. মো: আব্দুস ছাত্তার, ১৩. মো: নাজমুল আহসান খান, ১৪. গোলাম সারোয়ার মোল্লা, ১৫. এম এ হাই, ১৬. মো: বদিউজ্জামান খান, ১৭. হাজী মো: ময়েজ উদ্দিন, ১৮. মো: জিল্লুর রহমান, ১৯. মো: লুৎফর রহমান, ২০. মো: শহিদ হোসেন, ২১. মো: জাকির হোসেন, ২২. এম এ মান্নান, ২৩. মো: মহিদুর রহমান, ২৪. এম এ জামান মোহন, ২৫. মো: শহীদুল্লাহ খান, ২৬. মো: আলা উদ্দিন মিয়া, ২৭. মো: খালিদ হোসেন, ২৮. এস এম মহিউদ্দিন জিতু, ২৯. মো: আ: সালাম মিয়া, ৩০. মো: কবির আহমেদ, ৩১. মো: মজিবর রহমান সরদার, ৩২. মো: সিরাজুল ইসলাম, ৩৩. এস এম মুকতার হোসেন, ৩৪. মো: ওবায়েদ উল্লা, ৩৫. মো: রবিউল হক, ৩৬. হামিদ ইন্তাজি, ৩৭. এম ইউছুফ হোসাইন, ৩৮. প্রকৌশলী মাযহারুল ইসলাম, ৩৯. ডা. আরিফুর রহমান, ৪০. মো: এনামুল হক, ৪১. মো: মোবারক হোসেন

বজলুর রহমান স্মৃতিপদক-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান

৩১ অক্টোবর ২০২১

বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সাংবাদিক সমাজ সাহসী এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সাংবাদিকেরা তাদের কর্তব্য নির্ধারণে বিলম্ব করেননি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরিতে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে এবং প্রবাসে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় একাত্তরের নয় মাসে। যার একটি ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ' এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সাংবাদিক বজলুর রহমান। ২০০৮ সালে তিনি প্রয়াত হবার পর তার পরিবার ও সুহৃদদের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য স্মৃতিপদক প্রবর্তন করা হয়। বিগত ১৩ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পদক প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে। ৩১ অক্টোবর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো 'বজলুর রহমান স্মৃতিপদক-২০২০'-এর পদক প্রদান অনুষ্ঠান। বজলুর রহমান স্মৃতিপদক জুরিবোর্ডের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে জুম লিংকে যুক্ত হন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। জুরিবোর্ডের সদস্য খন্দকার মুনীরুজ্জামানের প্রয়াণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে আয়োজন শুরু হয়। যে ভাবাদর্শের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সে ভাবাদর্শ থেকে রাষ্ট্র ও সমাজ যেন কিছুতেই পথভ্রষ্ট না হয় সে লক্ষ্যে সাংবাদিকবৃন্দ তাদের কর্তব্য পালন অব্যহত রাখবেন, স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি তরুণ প্রজন্মের সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, যে উৎস থেকে আমরা এসেছি সেই উৎসের কথা ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিন্দু মাত্র ছোঁয়া যদি কোথাও থেকে যায়, সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলা আমাদের বলে দেয় মুক্তিযুদ্ধ-সাংবাদিকতাকে আরও বেগবান করা প্রয়োজন, আরও জোরদার করা প্রয়োজন। পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকরাসহ তরুণ প্রজন্মের সাংবাদিকবৃন্দ যারা একাত্তর দেখেনি, পঁচাত্তর দেখেনি, বঙ্গবন্ধুকে দেখেনি কিন্তু তারা আজকে মুক্তিযুদ্ধকে নতুন প্রজন্মসহ সকলের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করে চলেছে বলে তিনি মনে করেন। প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বজলুর রহমান স্মৃতিপদক নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। দৈনিক সংবাদের আমৃত্যু সম্পাদক বজলুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সফল সংগঠক ছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বজলুর রহমান স্মৃতি-পদক প্রচলনের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যথার্থ। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আমাদের অনেক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সংবাদকর্মীরা নিয়মিতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন এবং নেতৃত্ব, মহান শহীদদের আত্মত্যাগসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করেবেন যা আমাদের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মকে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় *বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২০*-এর জন্য *প্রিন্ট মিডিয়া* ক্যাটাগরিতে সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী যুগ্মভাবে *দৈনিক কালবেলার*-এর হবিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি মো: মামুন চৌধুরী ও সাংবাদিক রাজন ভট্টাচার্যকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করে। মো: মামুন চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ জেলার নানা অজানা ঘটনা নিয়ে তথ্যবহুল সংবাদ পরিবেশন করছেন। তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে হবিগঞ্জ জেলার নাম না জানা অনেক শহীদের কথা (মুক্তিযুদ্ধে জীবন বিলিয়ে দেয়া নিবারণ উরাংকে কেউ মনে রাখেনি, প্রকাশকাল : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০), নির্যাতিত নারীদের কথা (মৃত্যুর পরও কি স্বীকৃতি পাবেন না বীরাঙ্গনা জানকী, প্রকাশকাল: ১০ ডিসেম্বর ২০২০, গণহত্যা গণকবরের কথা (সবুজ পাহাড়ে লাল রঙ স্মৃতিস্তম্ভে ভাসছে তীর-ধনুকের যোদ্ধাদের ইতিহাস)। ২১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত ১১ খণ্ডের প্রতিবেদনে রাজন ভট্টাচার্য তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের ভূমিকা। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত তৈরিতে যা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী শাহনাজ শারমীন এর নেতৃতে নাগরিক টিভির-র রিপোর্টিং টিমকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রধান প্রতিবেদক শাহনাজ শারমীন এবং তার রিপোর্টিং টিমের সদস্য মাজহারুল ইসলাম, মো: সাইফুল ইসলাম, মুজাহিদুল ইসলাম, মো: সাইদুর রহমান খান, ফারাহ বিলকিস, মোঃ রাশেদুল কাদির, আমিমুল হাসান, মো: আবদুল্লাহ শাফি এবং আনোয়ার হোসেন 'বিজয়ের রক্তিম সূর্য' শিরোনামে ৩১টি ধারাবাহিক প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং ২০২০ সালের ১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর নাগরিক টিভি যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে তা সম্প্রচার করে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এই দুয়ের মেলবন্ধনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে এই ধারাবাহিক প্রতিবেদন নির্মিত ও সম্প্রচারিত হয়। ১১ জন প্রতিবেদকের ৩১টি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে জানা অজানা মুক্তিযোদ্ধার গল্প, এসেচে তাদেও প্রেরণা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও সমকালীন রাজনীতি। এই মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড়ো অংশ হারিয়ে গেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তারা কেউ রিকশাচালকের জীবন যাপন করছেন, কেউ পরবর্তীসময়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে দিন কাটাচ্ছেন সিআরপিতে, লড়াই করে স্বাধীন করা দেশে মাথা গোঁজার ঠাই নেই এমন মুক্তিযোদ্ধা সহ অতি-সাধারণ জীবন কাটাচ্ছেন এমন যোদ্ধাদেও খুঁজে তাদের কথা সবাইকে জানায় নাগরিক টিভির প্রতিবেদক দল।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি উষ্ণ অভিনন্দন।

'জলগেরিলা-৭১'-এর প্রদর্শনী

১২ নভেম্বর ২০২১

একজন প্রবীন মানুষের নির্বাক দৃষ্টি কত না বলা কথা বলে যায় তা **জলগেরিলা-৭১** শিরোনামের প্রামাণ্যচিত্রের পোস্টারই বলে দেয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযোজিত সুমন দেলোয়ার পরিচালিত নৌ-কমান্ডো হুমায়ূন কবিরের একাত্তরের যুদ্ধজীবন এবং বর্তমান বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র **জলগেরিলা-৭১**। ২০২০ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত প্রামাণ্যচিত্র কর্মশালায় এই প্রামাণ্যচিত্রটি সেরা প্রকল্প হিসেবে নির্বাচিত হয়। ২০২১ সালের জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত নবম লিবারেশন ডকফেস্টে প্রামাণ্যচিত্রটির প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়। ১২ নভেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো সরাসরি শারিরীক উপস্থিতিতিতে প্রথম প্রদর্শনী।

প্রদর্শনী ৪টায় শুরু হবার কথা, কিন্তু দুপুর গড়াতেই একে একে উপস্থিত হতে থাকেন নৌ কমান্ডোরা (যারা নিজেদের 'পাইন্যা যেদ্ধা' বলে অভিহিত করলেন)। অনেকেই অসুস্থ, বয়স তাদের শরীরকে কাবু করেছে কিন্তু মনোবল অটুট রয়েছে একাত্তরের মতোই। তারা এলেন তাদের নিজেদের গল্প নতুন করে শুনতে আর তরুণ প্রজন্মকে শোনাতে। পরিচালক সুমন দেলোয়ার তার ৫২ মিনিটের প্রামাণ্য চিত্রে তুলে ধরেছেন একজন নৌ-কমান্ডোর মুক্তিযুদ্ধের পরের যুদ্ধকে। যে যুদ্ধে হুমায়ূন কবীরের প্রতিপক্ষ সমাজের প্রভাবশালী একটি মহল, যারা অবৈধভাবে দখল করে নেয় তার বাড়ির অংশ, নানান ভয়ভীতি প্রদর্শন করে অর্থ আদায়ের জন্য। অসুস্থ স্ত্রী, মেয়ে তিন সন্তানের জননী কিন্তু স্বামী ছেড়ে চলে গেছে । হুমায়ূন কবীর লড়াই করেন রোগের সাথে, পেশীশক্তির সাথে, অদৃষ্টের সাথে। এ বয়েসে এসেও মামলায় নিয়মিত হাজিরা দিতে হয় থানায়। এক যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেশকে স্বাধীনতা এনে দেয়া যোদ্ধা নিজ জীবনে স্বস্তি আর শান্তি আনতে পারেন না।

প্রদর্শনী শেষ হলে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হলেন পরিচালক সুমন দেলোয়ার এবং নৌকমান্ডো হুমায়ূন কবীর। পরিচালক শোনালেন নির্মাণের পেছনের গল্প। ২০১৩ সাল থেকে তিনি নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে কাজ করছেন। অর্থবল লোকবল দুইয়েরই খুব অভাব। একজন সহকারী নিয়ে তিনি নৌ-কমান্ডোদের ইতিহাস ধারণ করে চলেছেন। এভাবেই তিনি হুমায়ূন কবীরের সাথে পরিচিত হন। তারপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মশালায় তার প্রস্তাব উপস্থাপন করে পান নির্মাণ সহায়তা। তিনি বললেন কেবল নৌকমান্ডোদের বীরত্বগাঁথা তুলে ধরা নয় বরং তাদের বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান তুলে নায়া তাদেওর সামাজিক নিরাপত্তা যা সমাজ অনেক ক্ষেত্রে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে সেটি নিশ্চিত করাও তার উদ্দেশ্য। যোদ্ধা হুমায়ূন কবীর ধীর কিন্তু দৃঢ় ভাষায় জানিয়ে দিলেন তিনি নতশির হবেন না। কারো অন্যায় দাবি মেটাবেন না। জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে যেতে ভয় পান নি, এখন কী মৃত্যুকে ভয় পাবেন? কেউ যদি জানতে চায় দেশের কাছে আপনি কী চান- তাকে তিনি পাগল বলেন, চাওয়ার জন্য তিনি যুদ্ধ করেননি। তরুণ প্রজন্মেওর জন্য এক অসাধারণ বার্তা রেখে গেলেন তিনি। জলগেরিলা-৭১ প্রামাণ্যচিত্র বলে দিল দেশের নাগরিক হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন এখন সমাজের দায়িত্ব তাদের প্রাপ্য সম্মান দেয়া।

বিষণ্ন নভেম্বর

প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন ও আলী যাকের-এর প্রয়াণ মাস

২০০৭ সালে উদ্বোধন হয় মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে সংরক্ষিত ও স্থাপিত এই স্মৃতিপীঠের স্থাপত্য পরিকল্পনাকারী ছিলেন রবিউল হুসাইন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন তার নির্মাণ-ভাবনা ও স্থাপত্য পরিকল্পনা। লেখাটি তাঁর স্মরণে পুনঃপ্রকাশিত হলো। ২০১৯-এর ২৬ নভেম্বর প্রয়াত হন রবিউল হুসাইন, আলী যাকের তখন অসুস্থ। রোগশয্যা থেকে স্মরণ করেছিলেন সহযোদ্ধা রবিউল হুসাইনকে–

নির্মাণ-ভাবনা ও স্থাপত্য পরিকল্পনা

রবিউল হুসাইন

একাত্তর সালে মিরপুরের জনবিরল স্থানে অবস্থিত ওয়াসার এই পরিত্যাক্ত পাম্পহাউজটি পাক হানাদার ও তাদের দোসররা বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করে। মিরপুর অঞ্চলের আরো কতক বধ্যভূমির মতো এখানেও বহু মানুষকে হত্যা করা হয়। নিহতদের লাশ ফেলার জন্য পাম্পহাউজের দুটি কূপ তাদের কাছে আদর্শ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক ১৯৯৯ সালে আক্কু চৌধুরীর পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় খনন চালিয়ে জল্লাদখানার দুটি কূপ থেকে উদ্ধার করে ৭০টি মাথার খুলি ও ৫৩৯২টি অস্থিখণ্ড। বধ্যভূমির নির্মাণের ভাবপরিকল্পনা করছেন মফিদুল হক এবং স্থাপত্য পরিকল্পক রবিউল হুসাইন। স্মৃতিপীঠ নির্মাণকালে লক্ষ্য রাখা হয়েছে প্রত্যেক দর্শনার্থী যেন নিজস্বভাবে ধীরে ধীরে গণহত্যা ও বধ্যভূমির ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন এবং পরিণতিতে নিজেই এই ইতিহাসের অধিকতর উপাদান সংগ্রহ, সংযোজন ও সংরক্ষণে ভূমিকা গ্রহণ করেন। বধ্যভূমিতে প্রবেশের পর দর্শনার্থী ত্রিভূজাকৃতি উদ্যানের কিনার দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বাংলাদেশের সাড়ে চার শতাধিক বধ্যভূমির নাম পড়তে পারবেন, এভাবে এখানে তিনি খুঁজে পেতে পারেন এমন কোনো একটি বধ্যভূমি যার সাথে হয়তো তাঁর আত্মিক যোগ রয়েছে। বধ্যভূমির তালিকাসম্বলিত শ্বেতপাথরের সারি সারি ফলকের মাঝে-মাঝে কয়েকটি বেদিতে রাখা হয়েছে দেশের কয়েকটি স্থান থেকে আহরিত বধ্যভূমির মাটি, একান্তই প্রতীকীভাবে। এই যাত্রা-পথের মধ্যভাগে রয়েছে শিল্পী রফিকুন নবীর মুর‍্যাল 'জীবন অবিনশ্বর'। সমাধিফলকের মতো সাজানো বধ্যভূমির নামের সারি সারি তালিকার শেষ প্রান্তে ওপরের দেয়ালে রয়েছে বিশ শতকের প্রধান গণহত্যাসমূহের তালিকা, আর্মেনিয়া থেকে সুদান অবধি বিভিন্ন স্থানে যা সংঘটিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে। এই পরিক্রমণের উপান্তে কালো পাথরে লাল হরফে লেখা রয়েছে 'স্টপ জেনোসাইড', যা জহির রায়হানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্রের শিরোনাম, যে জহির রায়হান নিখোঁজ হয়েছিলেন এই মিরপুরেই। এই পরিক্রমণ স্বদেশে ও বিশ্বে সংঘটিত বিভিন্ন চরম বর্বরতাকে একসূত্রে গেঁথে দর্শনার্থীকে বাংলাদেশের গণহত্যার ব্যাপক প্রেক্ষিত যোগাতে পারবে বলে আমরা আস্থাশীল।

এরপর দর্শনার্থী এসে দাঁড়াবেন জল্লাদখানার সেই অভিশপ্ত পাম্পহাউজ কক্ষের সামনে, নিচু প্রবেশপথে মাথার ওপরে ঝোলানো হয়েছে ঘণ্টা, শেকল নেড়ে বাজালে অনেকক্ষণ ধরে ভেসে বেড়ায় ঘণ্টা-ধ্বনি, র্দনার্থীকে যেন সম্পৃক্ত করে দূরাগত ও দূরবর্তী সময়ের সঙ্গে। ঘরের দরজার ওপরে বাংলা ও আরো পাঁচটি ভাষায় লেখা হয়েছে: 'এখানে কী ঘটেছিল?' এই বাণী আহরিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব হিস্টরিক সাইট মিউজিয়ামস-এর প্রকাশনা থেকে, বিশ্বের নয়টি জাদুঘরের সঙ্গে মিলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে আন্তর্জাতিক মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা। এই বাণী দর্শনার্থীকে উজ্জীবীত করবে উদ্যোগী হয়ে তথ্যানুসন্ধানে এবং সেই মানসিকতা নিয়ে তিনি প্রবেশ করবেন পাম্পহাউজের জল্লাদখানায়, যেখানে রয়েছে বিশ ফুট গভীর গর্ত, যে গহ্বর থেকে গণহত্যার প্রায় তিরিশ বছর পর উঠে এসেছিল শহিদদের হাড়গোড়, মাথার খুলি, বিস্মৃত গণহত্যাকে আবার যা তুলে আনে সামনে মানবিক বিচার-বিবেচনার জন্য। দরজার বাইরে জুতো রেখে নগ্নপদে সবাই প্রবেশ করবেন ভেতরে। ঘরের একপাশের দেয়ালে রয়েছে জল্লাদখানার শহিদদের নাম, যাঁদের পরিচয় উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে। আরেক দেয়ালে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে জল্লাদখানার পরিচিতি।

ঘরের ভেতর দর্শনার্থীরা পাম্পহাউজের কূপের সামনে এসে দাঁড়ালে তাকিয়ে দেখতে পারবেন কাচে-ঢাকা কূপের গভীর তলদেশে। মাথা নিচু করে তাঁকে পড়তে হবে কাচের উপর রক্তের হরফে লেখা শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কূপের বিপরতি পাশে দেয়াল-ঘেরা খুপরিড়িতে লাশ এনে রাখা হতো। এবং পরে কূপের গহ্বরে ফেলে দেয়া হয় লাশ। অনেকের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল এই স্থানটিতে। খুপরিটিতে শহিদদের ব্যবহৃত জামা-কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদর্শিত হচ্ছে, যা উদ্ধার করা হয়েছিল মুসলিম বাজার বধ্যভূমি থেকে। রয়েছে খননকাজ পরিচালনাকালীন কয়েকটি ছবি।

পরিক্রমণ শেষে ভারাক্রান্ত মনে যখন দর্শনার্থী বের হয়ে আসবেন তখন ঘাসে-ছাওয়া প্রাঙ্গণের সামনে তাঁর জন্য রয়েছে বসবার ও ভাববার স্থান। বের হওয়ার পথে আছে খোলামেলা বিশ্রামঘর, যেখানে চার কোণে রয়েছে চার ধরনের তথ্য-উপাত্ত– ১. জল্লাদখানা বধ্যভূমির ইতিহাস ও বিভিন্ন শহিদ পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার, ২. বাংলাদেশের বিভিন্ন বধ্যভূমি সংক্রান্ত তথ্য, ৩. গণহত্যা তথা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় প্রণীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও আইনের পরিচিতি এবং ৪. আলোকচিত্র সংকলন।

বিশ্রামঘরের মাঝখানে লেখার টেবিল রয়েছে, দর্শনার্থী এখানে বসে যেমন নিজের অনুভূতি লিখবেন তেমনি জল্লাদখানা কিংবা অন্য কোনো বধ্যভূমি সম্পর্কে তাঁর জানা বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করতে পারবেন, হয়তো জানবেন বধ্যভূমিতে নিহত তাঁর পরিচিত কোনো শহিদের নাম-পরিচয়, ব্যক্ত করবেন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধীদের বিচারের জন্য সক্রিয় হওয়ার সংকল্প।

এভাবেই সমাপ্ত হবে জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিক্রমণ।

রবিউলের চলে যাওয়া ও নাগরিকের নাট্যোৎসব

আলী যাকের

দুই দিন ধরে বড় অস্থির হয়ে আছি। না, দেশের কোনো রাজনীতি নিয়ে নয়। আমার মনের এই অস্থিরতা একেবারে নেহাতই আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি। আমি নিজে ভালো নেই বেশ কিছুদিন ধরে। এই তো গতকালই ফিরলাম হাসপাতাল থেকে। তবু সেটাকে তুচ্ছ করে দেওয়া যায়, অবজ্ঞা করা যায়। জীবনকে রুখে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বলা যায় এসো দেখি, কত বড় শক্তি তুমি! কিন্তু কিছু ঘটনা আমাদের হাতে থাকে না এবং সেগুলো ঘটে চলে। এই সব ঘটনা হৃদয়ের ভেতরটাকে নিংড়ে-মুচড়ে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। এরপর একটা বিধ্বস্ত অবস্থা বিরাজ করে। হয়তো কিছুদিন, নয়তো বছর বছর ধরে। এই রকমই হঠাৎ হয়ে গেল আমার জীবনে।

কবি, স্থপতি রবিউল হুসাইন চলে গেলেন। অথচ যাওয়ার তো কথা ছিল না। সেই যে দেখা হলেই কোনো আনুষ্ঠানিকতার ধার না ধেরে 'ভাই' বলে সুমিষ্ট সম্বোধনটি! তারপর সবই ভালো কথা, সবই আনন্দের কথা। চিত্রকলা, কবিতা, স্থাপত্য, জীবন, ধ্রুপদ, মুক্তিযুদ্ধ–কী নেই সেই আড্ডায়? এই সেদিন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি বলছিলেন, আমরা তো সবাই বুড়িয়ে গেলাম। এখন জাদুঘরটিকে ধরে রাখার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের থেকে একটা পরিচালনা পর্ষদ তৈরি করা প্রয়োজন। বুড়িয়ে গেলাম? একটা ধাক্কা খেয়ে নিজেদের চেহারাগুলো আয়নায় দেখতে শুরু করলাম। হ্যাঁ, বৃদ্ধ তো হয়েছি বটেই। স্থান ছেড়ে দিতে হবে। ভাবতে লাগলাম, কে আগে এবং কে পরে। রবিউলের চেহারাটা আয়নায় ভেসে উঠতেই মনে হয়েছিল, না, ওঁর মতো আনন্দ-ভালোবাসাপিয়াসী মানুষ সহজে যাওয়ার নয়। সেই রবিউলই আমাদের আগেই একেবারে চলে গেলেন।

মানুষকে বিভিন্ন মানসিকতার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে হয়। কিন্তু রবিউলকে কখনো উষ্মা প্রকাশ করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সবাইকে বুকে টেনে নিতে জানতেন তিনি। অতি বড় বিপদের সময়েও মিষ্টি হাসিমাখা মুখ নিয়ে বলতে পারতেন, 'দেখি কী করা যায়।' মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আমরা আটজন ট্রাস্টির মধ্যে একমাত্র নারী সারা যাকের। জাদুঘরের বাইরে সারার সঙ্গে রবিউলের দেখা হতো না হয়তো। প্রথম যেদিন দেখা হলো, সেদিন রবিউল ঈষৎ হেসে বললেন, 'আমরা সাত ভাই চম্পা, আপনি আমাদের এক বোন পারুল।' সেই সম্বোধনটাই রয়ে গিয়েছিল শেষ সাক্ষাৎ পর্যন্ত।

মুশকিল হলো, এই সব অমৃতের সন্তানেরা চলে যান। আমরা তাঁদের বেমালুম ভুলে যাই। ভুলে যাই, সমাজটা যে এখনো ইতিবাচক পথে চলছে, তা সম্ভব হয়েছে এই রকম কয়েকজন হাতে গোনা ভালো মানুষের জন্যই। রবিউল সর্বদা নিজের ওপরে সবাইকে রেখেছেন। নিজের দুঃখ-কষ্ট নিজের মধ্যেই মোড়কবদ্ধ রেখে অন্য সবাই ভালো আছে কি না, সেই চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে থাকা! রবিউল চলে গেলেন। এই বিপুল বিশ্বে একটি ভালো মানুষ কমে গেল!

২

নাগরিকের নাট্যোৎসব চলে এল। এবারে একটু ভিন্ন চরিত্রের উৎসব হতে যাচ্ছে এটা। সিদ্ধান্ত ছিল ৪৫-৪৬ বছর ধরে নাটক এবং উৎসব তো করে আসছি, এখন বোধ হয় আমাদের ওপরে এটাই বর্তায় যে আমাদের পরবর্তী যে তরুণ নাট্যজনেরা প্রাণাতিপাত করছেন মঞ্চের আলো-আঁধারিতে, তাঁদের কাজগুলোকে আমাদের শিল্পবোদ্ধাদের সামনে তুলে ধরার। এই অভিপ্রায় নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে সাত দিনের একটি উৎসব হবে, যেখানে সাতটি নতুন নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হবে। এই সাতটির মধ্যে বাংলাদেশের তরুণ দলগুলোর মধ্য থেকে পাঁচটি নাটক এবং নাগরিকের দুটি নাটক মঞ্চায়নের জন্য নির্বাচিত হবে। এরপর আমরা মেধাবী তরুণদের আহ্বান করেছি আগ্রহী হলে তাঁদের পাণ্ডুলিপিগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের ডাকে তাঁরা সবাই সাড়া দিয়েছেন। যথ যথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাঁচটি নাটক নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে।

আজ অপরাহ্নে একা বসে বসে ভাবছিলাম প্রায় পাঁচ দশকের কথা। কত লম্বা পথ হেঁটে চলেছি নাটকের পথে। নানা ধরনের নাট্যসুহৃদদের হাতে হাত ধরে। কত বিচিত্র নাটক বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা থেকে আহরণ করে আমাদের মঞ্চে ছড়িয়ে দিয়েছি। লক্ষ্য ছিল একটাই, বাংলাদেশিদের জীবনে নাটককে একটি চলমান, সৃজনশীল শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমি বিনয় করে বলব না যে এই বিচারটি করবে ভবিষ্যতের নাট্যজনেরা। আমি বলব, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে বিশ্বের যেকোনো জায়গার মতো এই আমার শহর ঢাকাতেও সন্ধ্যার একটি সময় ঘণ্টা বাজে, সংগীত শুরু হয়, সংলাপ বোনা আরম্ভ হয়ে যায়। এর পেছনে কৃতিত্ব আমাদের সবার এবং কৃতিত্ব এই কারণে যে আমরা নাটকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করিনি। আমরা নাটককে ওপরে তোলার চেষ্টা করেছি। উদ্দেশ্য ছিল একটিই, ভালো নাটক ভালোভাবে করতে হবে এবং যেকোনো মহৎ কাজ ভালোভাবে করতে গেলে মানুষগুলোকে ভালো থাকতে হয়। না হলে সব উদ্দেশ্য পুঁতিগন্ধময় আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

শিল্পকলার একটি শাখাকর্মী হিসেবে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি যে কাজ করার সময় প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি সৎ কাজ করছি তো? জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে এসে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে মান যেমনই হোক, আমাদের কাজ সব সময়ই ছিল সৎ এবং সৎ কাজই হয় সুন্দর। আমি নিশ্চিত যে এবারের উৎসবে মঞ্চ থেকে আবার উৎসারিত হবে সেই আহ্বান, আসুন সৃজনশীলতার অঙ্গনে, আসুন সত্যের উদ্ঘাটন, আসুন জীবনের জয়গানে।

প্রথম আলো, ৩০ নভেম্বর ২০১৯

দিনব্যাপী কর্মশালা : বাংলাদেশের ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধ
সহকারী পরিচালক (বিশেষায়িত) বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক (বিশেষায়িত) এর ৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ৮ নভেম্বর ২০২১ সোমবার অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার আয়োজক বাংলাদেশ ব্যাংক; সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। দিনব্যাপী কর্মশালার শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। পরে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। স্বাগত বক্তব্যের পর প্রশিক্ষণার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি এবং অস্থায়ী প্রদর্শণ শালায় প্রদর্শিত ফ্রান্সের বিশ্বখ্যাত ম্যাগনাম আলোকচিত্রী মাক্ রিবুর আলোকচিত্র প্রদর্শনী '*বাংলাদেশ ১৯৭১: শোক এবং সকাল*' ঘুরে দেখেন।

বিকেলের সেশনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নবীন কর্মকর্তাদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক, কর্মসূচি রফিকুল ইসলাম।

পিস, কালচার এন্ড মেমোরি নেটওয়ার্ক ফোরাম, কোরিয়া

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এশিয়া কালচার ইনস্টিটিউট (এসিআই), দক্ষিণ কোরিয়া- এর নেটওয়ার্ক সদস্য। গত ২ নভেম্বর ২০২১ এসিআই- এর আয়োজনে অনলাইনে **পিস, কালচার এন্ড মেমোরি নেটওয়ার্ক ফোরাম** অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং বাংলাদেশ থেকে ৫টি প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করে। History and Life of the Asia Peace, Culture and Memory এবং Future Direction to spread Peace, Culture and Memory Value এই দুইটি প্রতিপাদ্যে দুটি সেশনে ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়।

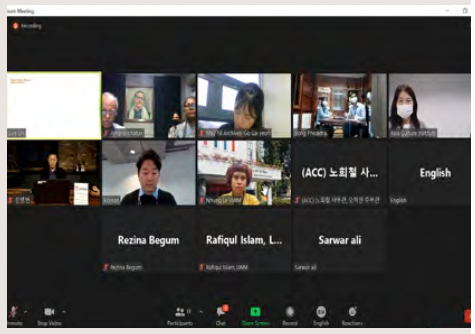

দ্বিতীয় সেশনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং কিউরেটর, আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে আমেনা খাতুন "*Digital Archive Strategy of Data and Information Management and Its use as Exhibition Materials*" বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন ও আলোচনা করেন।

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এখন লালমনিরহাট ও লক্ষ্মীপুর জেলায়

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১- মাগুরা জেলায় "নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষা কর্মসূচি" বাস্তবায়নের পর এবার নভেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত লালমনিরহাট এবং লক্ষ্মীপুর জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রান্তিক এলাকা সমূহে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অবস্থান করছে। লক্ষ্মীপুর জেলায় ৯ নভেম্বর ২০২১ রায়পুর এল এম উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১০ নভেম্বর ২০২১ লালমনিরহাট জেলায় কালেক্টরেট কলেজিয়েট স্কুলে প্রদর্শনীর মাধ্যমে দুই জেলাতেই এবারের শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়। উভয় জেলাতে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, প্রান্তিক এলাকা ও মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখসমর স্থান সমূহে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। দুই জেলার শিক্ষাকর্মসূচি বাস্তবায়নের সবিস্তার প্রতিবেদন আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

***রঞ্জন কুমার সিংহ**, কর্মসূচি কর্মকর্তা*

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখেছে কালেক্টরেট কলেজিয়েট বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখেছে রায়পুর এল এম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আউটরিচ প্রোগ্রাম

বিগত দেড় বছরের অধিক সময় থমকে যাওয়া বিশ্বের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশের শিক্ষপ্রিতিষ্ঠানসমূহের দুয়ার। সর্বোচ্চ চেষ্টা চলে অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার। স্থগিত থাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প। এবছর অনুষ্ঠিত হয়নি শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা 'মুক্তির উৎসব'। সকলের অপেক্ষা কবে অতিমারী নামের কালোমেঘ কেটে যাবে, নির্মল হবে আকাশ। অবশেষে ১২ সেপ্টেবর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেবার ঘোষণা আসে। সীমিত আকারে ক্লাস শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা বিবেচনায় নিয়ে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে ৩০ অক্টোবর আবার শিক্ষার্থীদের পদচারণায় ভরে উঠে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণ। নিয়মিত স্বল্প সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের জাদুঘর পরিদর্শন চলছে। আমাদের প্রত্যাশা, আর যেন বন্ধ না হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীরা হাসি-আনন্দে শিক্ষা গ্রহণ করুক সশরীরে প্রতিষ্ঠানে এসে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সযত্নে কোমল শিক্ষার্থীদের মনে গেঁথে দেবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন। ঢাকা মহানগরীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচিতে যোগদানে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন–

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩
ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com

আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

অস্বীকৃতির মুখোমুখি : জেনোসাইড মোকাবিলায় জাদুঘর

২৯ অক্টোবর ২০২১ পোল্যাণ্ডের 'নেভার এগেইন অ্যাসোসিয়েশন' আয়োজিত গণহত্যার স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আলোচনায় গণহত্যার ইতিহাস ও স্বীকৃতির প্রশ্নে জাদুঘরের ভূমিকা বিশেষ প্রাধান্য পায়। এতে অংশ নেন জোহানেসবার্গের হোলোকাস্ট অ্যান্ড জেনোসাইড সেন্টারের তালি নাৎস, মস্কোর জুয়িশ মিউজিয়াম অ্যাণ্ড টলারেন্স সেন্টারের আনাসতাসিয়া ডেকা, কাম্বোডিয়ার পিস গ্যালারির সোথ প্লাই এবং ইয়ুথ ফর পিস সংস্থার খেত লং। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে অংশ নেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পোল্যাণ্ডের 'নেভার এগেইন অ্যাসোসিয়েশন'-এর নাতালিয়া সিনেয়াভা।
গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনায় বিভিন্ন দেশের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রশ্নে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে সবাই সম্মতি প্রকাশ করেন।

ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনশান্স এবং হিউম্যান রাইটস মিউজিয়ম, তাইওয়ান
অনলাইন ফোরাম

আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তুতা এবং মানবাধিকার

বিগত ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০২১ অনুষ্ঠিত অনলাইন ফোরামে অংশ নেন বিভিন্ন দেশের জাদুঘর ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। বাংলাদেশ থেকে যুক্ত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট এবং বাংলাদেশের অবস্থান'। তিনি দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়, নিরাপত্তা ও জীবনধারণের সুবিধা যোগাতে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার বিবরণ দেন। সেইসাথে শরণার্থী-দের স্বদেশে ফিরে যাওয়া এবং গণহত্যা ও মানবতা-বিরোধীদের বিচারে রাষ্ট্রসমূহ ও সামাজিক শক্তির উদ্যোগী ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ গণহত্যা এবং ন্যায়বিচার
৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক গণহত্যা ও ন্যায়বিচার বিষয়ক '৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন' আগামী ৬-৭ ডিসেম্বর ২০২১, আয়োজিত হতে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে সংগঠিত বাংলাদেশের গণহত্যার ৫০তম বার্ষিকীর সন্ধিক্ষণে এবারের সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সপ্তমবারের মতো আয়োজিত এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো, গণহত্যা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো অনুসন্ধান, তৎসংলগ্ন বিচার-প্রক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তি রোধে আলোকপাত করা। উক্ত সম্মেলনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ, গবেষক, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, শিল্পী এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। গবেষণাপত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি সম্মেলনে পার্শ্ব অনুষ্ঠান হিসেবে পোস্টার প্রেজেন্টেশন এবং জাতীয় আর্কাইভের সাথে যৌথ আয়োজনে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।
সম্মেলনে সাধারণ অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন চলমান থাকবে আগামী ২০ নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত। আগ্রহী সকলকে উক্ত সম্মেলনে যুক্ত হবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।
নিবন্ধন ফরম এই লিংকে পাওয়া যাবে
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK4N6zV0o9yT1S1LDfccMExHQOT_IUCOeQUv8-fstZNuDC9A/viewform

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

রেজাউল করিম মানিক (জন্ম - ১৬ জুন ১৯৪৭)
শাহাদাত বরণের স্থান ও তারিখ: ধামরাই (ঢাকা), ১৪ নভেম্বর ১৯৭১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মানিক ২৫ মার্চের পরে ঘর ছেড়ে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা (উত্তর) গেরিলা দল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অপারেশন পরিচালনা করে। ১৪ নভেম্বর ধামরাই থানার ভায়াডুবি সড়কসেতু ধ্বংসের অভিযানে পাকিস্তানী বাহিনীর মর্টার হামলায় শাহাদাত বরণ করেন মানিক। তাঁর সহযোদ্ধারা সেতু ধ্বংস করে এবং পাকিস্তানিদের পিছু হটতে বাধ্য করে।

ব্রিটিশ কাউন্সিল-মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে আগামীর প্রদর্শনী

আগামী ২০ নভেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ আয়োজনে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে UK 1971: People's Solidarity Movement with Bangladesh Liberation War শীর্ষক মাসব্যপী বিশেষ প্রদর্শনী। বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে নিবেদন করে এই প্রদর্শনী আয়োজন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম ইয়োরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্রিটেনের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্রিটেন প্রকাশ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। তবে নেপথ্য গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে তৎকালীন হিথ সরকার। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়। একই সাথে পাকিস্তান বিরোধী বিক্ষোভ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো ব্রিটেন। বিট্রেনের সাধারণ নাগরিকবৃন্দের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাথে একাত্মতা ঘেষণায় ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে অনশন করে, বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম পোস্টাল স্ট্যাম্প ব্রিটেনে প্রকাশিত। ব্রিটেনভিত্তিক সংস্থা 'অ্যাকশন এইড' -এর আয়োজনে পহেলা আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে বিশালাকারের র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির পাশে ছিল ব্রিটেনের জনগন। মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীতে জাতির সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্মরণ করছে সেই সকল ভিনদেশী বন্ধুদের। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

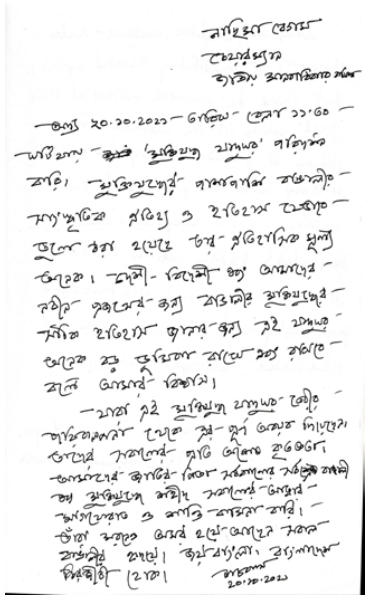

২০ অক্টোবর ২০২১ মানবাধিকার জাতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

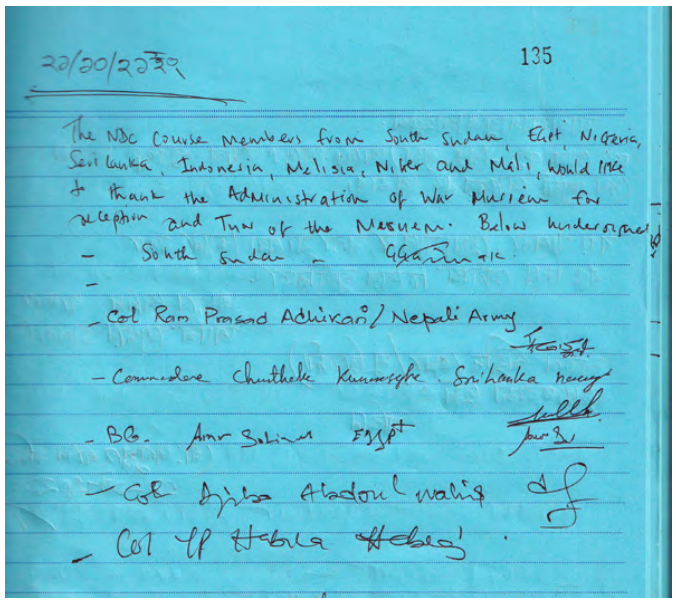

কুয়েতস্থ বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত কুয়েতি কর্মকর্তাগণ ২৩ অক্টোবর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

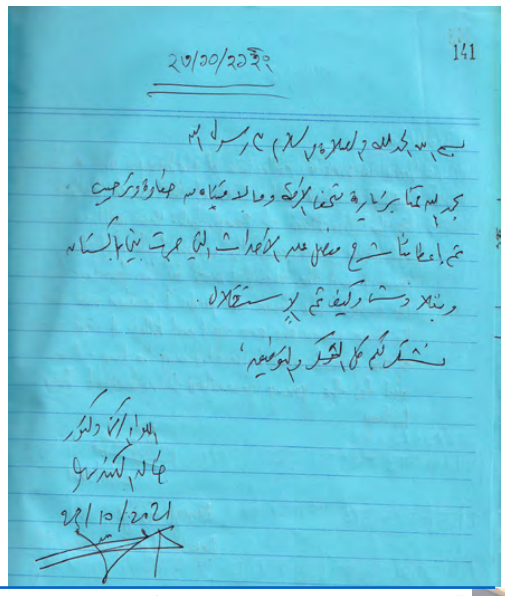

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ২০২১-এ অংশগ্রহণকারী ২৭ জন বিদেশি প্রশিক্ষণার্থী ২১ অক্টোবর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

১৩ নভেম্বর ২০২১ সোমালিয়ার তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

November 10, 2021

What an incredible museum – kudos to the team for beautifully curated exhibits that share the powerful history of this great nation. As the Cultural Affairs Attaché at the US Embassy here in Dhaka, it's my honor and privilege to share together on the auspicious date of Bangladesh's golden jubilee. We look forward to continuing our incredible partnership and 50 more years of cultural heritage linkages.

– Shalina Hussain-Morgan
US Embassy Dhaka

১০ নভেম্বর ২০২১ ঢাকাস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

মার্ক রিবুর প্রর্দশনীর মন্তব্য খাতা থেকে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক মার্ক রিবু-এর ৫০টি ছবি যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তোলা তা দেখে বাঙালির জানা, সংগ্রাম ও দৃঢ়চিত্ততার কথা স্মরণ করে আমি উদ্বেলিত হই। কত না জানা কাহিনি এসব চিত্রকর্মে লুকায়িত রয়েছে যা আমাদের প্রজন্মের চিত্ত-বিত্তের ও মননশীলতাকে উন্মুক্ত করবে, গবেষণায় অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই অপূর্ব প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই, তাদের যাত্রাপথ সুন্দর হোক, উজ্জ্বল হোক, নন্দিত হোক– হে বিশ্বপ্রতিপালক।

আব্দুল মোমেন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী

Très belle et intéressante exposition.
Et une belle initiative que le retour de ces photographies de Marc Riboud au Bangladesh, dans ce beau musée de la libération.
Thanks.
Marie-Caroline Saulais,
photographe.

Excellent arrangement, photographs give a very impressive account of this critical period leading to the liberation of Bangladesh.

Binoy George,
23/10/2021

কেমন মোহিত হয়ে পড়েছি। মনের মোহিত অবস্থা মন্তব্য করার উপযুক্ত সময় নয়। তবু নিজের সঙ্গে জোর খাটিয়ে বলছি পৃথিবীশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের ভেতর দিয়ে যেন পেলাম, যে শিল্প ধরণীশ্রেষ্ঠ সংগ্রামের লব্ধি-উপলব্ধি হিসেবে জন্ম নিয়েছে।
মার্ক রিবুর কাছে কৃতজ্ঞতা। তাঁর জন্যে ভালোবাসা। তাঁর হাত ধরে অন্তত একটা বিকেল যদি কাটাতে পারতাম।

তামিম কামাল

এখন আমার বয়স ৮৩ বছর। এখন পর্যন্ত এমন সুন্দর মুক্তিযুদ্ধের এমন চিত্রসম্ভারের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়নি।

আলমগীর সাত্তার বীরপ্রতীক

এ যেন আমারই ছবি!

অজয় দাশগুপ্ত
মুক্তিযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ

হেলেন জারভিসের আন্তর্জাতিক সম্মাননা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ সুহৃদ অস্ট্রেলীয় গবেষক ও সমাজকর্মী হেলেন জারভিস কাম্বোডিয়ার গণহত্যা বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণায় কৃতির স্বাক্ষর রেখেছেন এবং গণহত্যার বিচারে গঠিত এক্সট্রা-অর্ডিনারি চেম্বার ইন দা কোর্ট অব কাম্বোডিয়ায় উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে তাঁর এই একনিষ্ঠ কাজের জন্য তিনি কাম্বোডিয়ার নাগরিকত্ব লাভ করেছেন এবং পরে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ, ২০০৯ সালের ২২ মার্চ তিনি জাদুঘরের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ভাষণ দিয়েছিলেন। কাম্বোডিয়ার অভিজ্ঞতা মেলে ধরে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের শিরোনাম ছিল "জাস্টিস ডিলেইড নিড নট মিন জাস্টিস ডিনাইড"। বিলম্বিত হলেও বিচার যে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হতে পারে, সেটাই তিনি মেলে ধরেছিলেন।

পরের বছর দীর্ঘ বিলম্বের পর বাংলাদেশেও প্রতিষ্ঠা পায় আন্তর্জাতিক অপরাধ তথা গণহত্যার বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যাল। এরপর বারবার হেলেন জারভিস এসেছেন বাংলাদেশে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উইন্টার স্কুল এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। তরুণ গবেষকদের সঙ্গে তাঁর ঘটেছে বিশেষ সম্পৃক্তি, বহুভাবে তাদের সাহায্য ও প্রেরণা যুগিয়ে চলেছেন তিনি। বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইবুন্যালের বিচারক, কৌসুলী ও তদন্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর রয়েছে বিশেষ কার্যকর সম্পর্ক। আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারে দেশীয় উদ্যোগের তিনি বিশেষ সমর্থক। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ, কাম্বোডিয়া ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলতে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য।

বিগত জুলাই মাসে বার্সেলোনার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলার্স-এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে হেলেন জারভিসকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অনলাইনে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় হেলেন জারভিসের হাতে সম্মাননা-পত্র তখন তুলে দেয়া যায় নি, অবশেষে গত ১১ নভেম্বর নমপেনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে সম্মাননা-পত্র তুলে দেন আইএজিএসের অন্যতম সদস্য থেরেসা দ্য ল্যাংগিস। অনলাইন অনুষ্ঠানে যোগ দেন অপর তিনজন প্রস্তাবক যাঁরা হেলেন জারভিস-এর কর্মপরিচয় তুলে ধরে তাঁর নাম সুপারিশ করেছিলেন। এরা হলেন জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গ্রেগরি স্ট্যানটন, রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনোসাইড সেন্টারের পরিচালক ড. অ্যালেক্স হিনটন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

বাংলাদেশের গণহত্যার বিচার ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য নিরলসভাবে কর্মরত ড. হেলেন জারভিসকে আমরা জানাই বাংলাদেশের অভিনন্দন।

স্বেচ্ছাসেবক সভা-২০২১

'স্মরণ, স্বীকৃতি এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিস' প্রতিপাদ্য নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগামী ৬-৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে 'বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ক ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন' আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে ১২ নভেম্বর ২০২১ প্রথম স্বেচ্ছাসেবক সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

ঢাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আসন্ন সম্মেলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেছে। নওরীন রহিম, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের চেকলিস্ট ব্যাখ্যা করেন। এ সময় তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। এভাবেই পূর্ণাঙ্গভাবে আরম্ভ হয়েছে ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি।

সতত তোমাদের স্মরি

১ম পৃষ্ঠার পর

তিনি তাই কল্পনা করেছেন। তারিক আলী কেবল তাঁর অভাবই অনুধাবন করায় না, বরং স্মরণ করিয়ে দেয় যথাকর্তব্য সম্পাদনে ভয়হীন এগিয়ে যেতে হয়।

সদ্য স্বাধীন দেশে সূচনা হয়েছিলো আলী যাকের-রামেন্দু মজুমদারের বন্ধুত্বের। দিনে দিনে সেই সম্পর্কের গভীরতা বেড়েছে। রামেন্দু মজুমদারের মনে প্রশ্ন জাগে আলী যাকেরের জীবনাবসানের সাথেই কী ছিন্ন হবে সে বন্ধন? নিজেই দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, 'না, আমাদের সম্পর্কের সুখস্মৃতি বয়ে বেড়াবো যতদিন আমি বেঁচে থাকবো।'

রামেন্দু মজুমদারের স্মৃতিচারণা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল আলী যাকেরের সেই বিখ্যাত সংলাপ, ''হামার মরণ হয় জীবনের মরণ যে নাই।'' মঞ্চে তামান্না রহমান তাঁর নাচের দলের পরিবেশনায় জানাচ্ছিলেন, আকাশ ভরা সূর্য-তারা আর বিশ্ব ভরা প্রাণের মাধেই অবস্থান করছেন এই মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষগুলো, তাঁদের মুক্তি ঘটেছে আলোয় আলোয়। খায়রুল আনাম শাকিলের কণ্ঠ যখন গেয়ে ওঠে, 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে', তখন সবাই জানে এই মানুষগুলোর স্মৃতি কখনো ভোলার না। সতত তাঁদের আমরা স্মরণ করবো, তাঁদের চলে যাবার দুঃখ বহন করবো, মনে জানবো তাঁরা যে ছিলেন, তাঁরা যে দেশকে ভালোবেসেছিলেন, মানুষকে ভালোবেসেছিলেন তাই আমাদের পরম প্রাপ্তি, পরম শান্তি।

সুহৃদ রামেন্দু মজুমদারের কথায় বলতে হয়,'এ জীবনের এই তিন বন্ধু রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ও আলী যাকের এখন অনন্তলোকেও একই বন্ধনে জড়িয়ে আছেন। অমৃতলোকে তাঁদের অবস্থান আনন্দময় হোক, শান্তিময় হোক- এ কামনাই করি।'

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মার্ক রিবুর আলোকচিত্র

১ম পৃষ্ঠার পর

যথাযথ সংরক্ষণ পদ্ধতির নীতি অনুসরণ করে ৫০টি আলোকচিত্রের ফ্রেমিং পদ্ধতির একটি থ্রিডি উপস্থাপনা ফ্রেন্ডস অব মার্ক রিবু অ্যাসোসিয়েশনকে পাঠানো হয়। তাদের অনুমোদনের ভিত্তিতে ফ্রেমের কাঠ ও সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মানসম্মত মাউন্ট পেপার এবং সলিড পেপার ক্রয় করা হয়। পেশাদার ফ্রেম তৈরির কারিগর দ্বারা ফ্রেম তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়। সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি মেনে আলোকচিত্র ফ্রেমিং করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ক একটি ভিডিও প্রদর্শনী কাজ চলাকালীন কো-কিউরেটর লরেন ডুরে-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি এবং মার্ক রিবুর স্ত্রী আনন্দিত হন যে তাদেরকে থ্রিডি ভিডিও যা দেখানো হয়েছে তা আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে। প্রদর্শনীর প্রস্তুতি কাজের সময় কয়েক দফায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্যা ঢাকার পরিচালক ফ্রাঁসোয়া গ্রোজজিন পরিদর্শন করতে আসেন। আলোকচিত্রের মাধ্যমে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা মেনে প্রদর্শনীর ডিজাইন করা ছিল আরেকটি কঠিন কাজ। এছাড়া লাইটিং, প্রদর্শনী ডিজাইনে ভিন্নতা আনয়ন, ৫০টি আলোকচিত্র ফ্রেমে সেট করা এবং ডিজাইন অনুযায়ী ছবি ঝুলানো এসকল কাজই সতর্কতা এবং যথাযথ নিয়ম মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে। আমেনা খাতুনের নেতৃত্বে আর্কাইভ টিমের কাজ সবার প্রশংসা অর্জন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official